রাঙাবেলিয়ায় এক আশ্চর্য মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছিল, তাঁর নাম তুষার কাঞ্জিলাল। সেই সময়ে ইনি ছিলেন ওখানকার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এছাড়াও তিনিই গ্রামের সঙ্গে বিশাল কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন।

তুষার কাঞ্জিলাল একজন চমৎকার লেখক। গ্রামের মানুষের সুখ দুঃখের কথা, একেকটি মুখ সামান্য আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার মত ভাষার দক্ষতা ইদানিং আমি অন্য কোনও লেখকের মধ্যে দেখিনি। অনেক বঞ্চনা ও দীর্ঘসূত্রতার কথা তিনি লেখেন, কিন্তু তার মধ্যে তিক্ততা বা ক্রোধ প্রকাশ পায় না, থাকে শ্লেষ ও কৌতুক। এমন লেখার ক্ষমতা যদি আমার থাকত!

— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (আমাদের ছোট নদী)।

জলজঙ্গলে ঘেরা
সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবনে
বেঁচে থাকার বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার
জনক তুষার কাঞ্জিলাল। তাঁর সেই লড়াইয়ের
অপরূপ রূপকথা নিয়ে দুই মলাটের ভেতরে
গ্রন্থিত এই লেখাগুলি সমাজের আরও কিছু
সশ্রদ্ধ মানুষের এক আন্তরিক অবলোকন।
তাঁদের চোখ দিয়ে এ যেন আমাদেরও
জড়িয়ে থাকা। ..... ছুঁয়ে থাকা।
মুগ্ধতা।

সুন্দরবনের মাস্টারমশাই তুষার কাঞ্জিলাল

সম্পাদনা জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

সুন্দরবনের মাস্টারমশাই

তুষার কাঞ্জিলাল

মহাশ্বেতা দেবী
গোপালকৃষ্ণ গান্ধী
অমিতাভ ঘোষ
তরুণ সান্যাল
কল্যাণ রুদ্র
অনিতা অগ্নিহোত্রী
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক
আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়
ও অন্যান্য

সম্পাদনা জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

গ্রাম উন্নয়নের ভাবনায় তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজির অনুগামী। বারবার বলতেন ‘জীবনে জীবন যোগ করা’র কথা। শহরের নিশ্চিন্ত-প্রাপ্তির আনন্দ ছেড়ে পাঁচ দশকেরও আগে জলজঙ্গলের বিপদসঙ্কুল সুন্দরবনে পা রাখা এবং জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় সেই দ্বীপভূমির প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের আলোর দিশা দেখানো যে আসলে ‘জীবনে জীবন যোগ করা’ই, তা বুঝিয়েছিলেন তুষার কাঞ্জিলাল। আজ তাই সুন্দরবন ও তুষার কাঞ্জিলাল বারংবার একই সঙ্গে উচ্চারিত। প্রায় সমার্থকও।

সুন্দরবনের মাস্টারমশাই

তুষার কাঞ্জিলাল

সম্পাদনা

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

একটি

শুধু সুন্দরবন চর্চা

সুন্দরবন চর্চার ত্রৈমাসিক

প্রয়াস

Sundarbaner Mastermoshai
TUSHAR KANJILAL
A collection of Essays on Tushar Kanjilal

Published by J.N. Lahiri, Sudhu Sundarban Charcha
Flat No. 3FC, Nrityaguru Apartment, Keota Main Road,
P.O. Sahaganj, Dist.- Hooghly, PIN 712104, West Bengal.
Phone : 9732165813, Mail : jnlahiri@gmail.com
Price : ₹250.

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২০

প্রচ্ছদ : অভিজিৎ চক্রবর্তী

মূল্য : ২৫০ টাকা

প্রকাশক : জে.এন. লাহিড়ী, শুধু সুন্দরবন চর্চা
ফ্ল্যাট নং ৩ এফ সি, নৃত্যগুরু অ্যাপার্টমেন্ট, কেওটা মেইন রোড,
পো: সাহাগঞ্জ, জেলা : হুগলী, পিন ৭১২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ।

পরিবেশক : দে বুক স্টোর (দীপু), ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

বর্ণসংস্থাপন : প্রিন্ট আর্ট, খালবিল মাঠ, বর্ধমান।
মুদ্রণ : জ্যোতি লেজার পয়েন্ট, ৬৩/২ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯

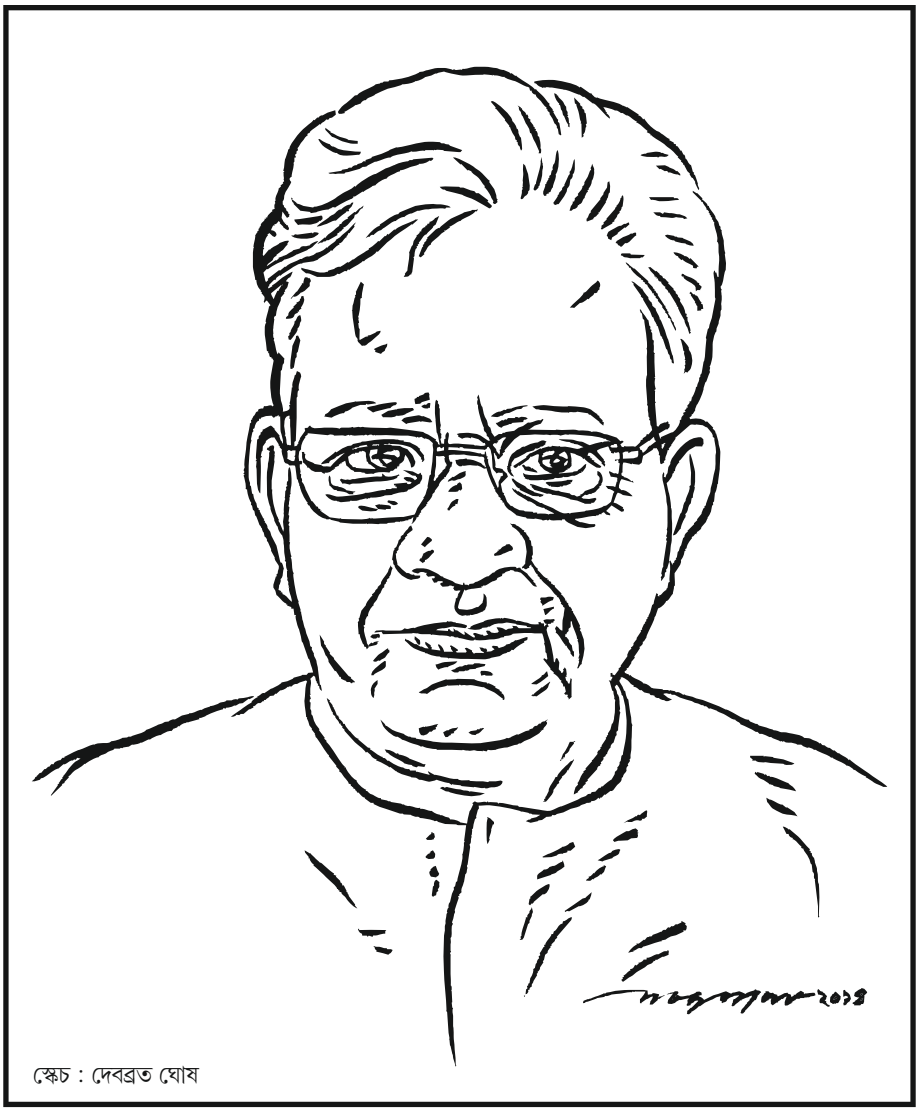

স্কেচ : দেবব্রত ঘোষ

তুষার কাঞ্জিলাল

(০১.০৩.১৯৩৫ - ২৯.০১.২০২০)

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় সুন্দরবনের উন্নয়নের ইতিহাসে তুষার কাঞ্জিলাল একটি চিরস্থায়ী নাম। সমাজের বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানী-গুনী মানুষের কলমে তুষার কাঞ্জিলালের জীবনের নানা দিক উঠে এসেছে এই বইতে। লেখাগুলি পড়লে এই কর্মযোগী মানুষটির বহুমাত্রিকতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু তত্ত্ব কথা নয় হাতে-কলমে করে দেখানোতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। প্রান্তিক মানুষের সাথে থেকে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করে গেছেন সারা জীবন। সে চেষ্টার সদর্থক প্রভাব পড়েছে শুধু রাঙাবেলিয়াতে নয়, সুন্দরবনের অন্যত্রও।

এই সংকলনের বেশিরভাগ রচনা 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশের সময় কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। কয়েকটি নতুন লেখাও যুক্ত হয়েছে।

এই বইটি কর্মযোগী শিক্ষক শ্রদ্ধেয় তুষার কাঞ্জিলালের প্রতি 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। সংকলনটি নির্মাণে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তনিমা দত্ত, তানিয়া দাস, সৌমেন দত্ত, পৃথ্বীরাজ কাঞ্জিলাল, রীতা কাঞ্জিলাল, তরুণ কাঞ্জিলাল, ইলা কাঞ্জিলাল এবং টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট-এর কলকাতা, রাঙাবেলিয়া, সাগর ও হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্রের কর্মিবৃন্দ। পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

আগামী দিনে সুন্দরবন ও তুষার কাঞ্জিলাল বিষয়ক চর্চায় বইটি নি:সন্দেহে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

সূচীপত্র

তুষার বাবু : গোপালকৃষ্ণ গান্ধী : ১১

একজন সৎ, স্বচ্ছ, পরিশ্রমী মানুষ : মহাশ্বেতা দেবী : ১৫

সমসাময়িক ভারতের অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব : অমিতাভ ঘোষ : ১৭

বন্ধু তুষার : তরুণ সান্যাল : ২১

রাঙাবেলিয়া : গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক : ৩১

সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা মানুষ : অমলেশ চৌধুরী : ৩৫

ব্যতিক্রমী শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক : কল্যাণ রুদ্র : ৩৭

পথেই যিনি পথ চেনাবেন : অনিতা অগ্নিহোত্রী : ৪৩

তুষার কাঞ্জিলাল ও ইতিহাসের নক্‌শিকাঁথা : আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪৭

আমার দেখা তুষারবাবু : প্রণবেশ সান্যাল : ৫১

সমাজ উন্নয়নের কান্ডারী : দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : ৫৩

ঘোরতর এক সংসারী-সন্ন্যাসী : তাপস গঙ্গোপাধ্যায় : ৫৯

সূচীপত্র

স্বাবলম্বনের ধ্রুবনক্ষত্র : বিনোদ বেরা : ৬৩
আমাদের তুষারদা : মনোজ ভট্টাচার্য : ৬৭
তুষারদা : রন্তিদেব সেনগুপ্ত : ৭১
সর্বজন স্বীকৃত মাস্টারমশাই : অলক চট্টোপাধ্যায় : ৭৫
মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবেন : দেবদূত ঘোষঠাকুর : ৭৯
তুষার কাঞ্জিলাল ও 'আমাদের' কথা : বরেন্দু মন্ডল : ৮৫
আপোষহীন সংগ্রামী : সন্তোষ বর্মণ : ৯১
নদী বিজ্ঞানী তুষার কাঞ্জিলাল : অঞ্জলি বিকাশ মন্ডল : ৯৩
অসাধ্যসাধন করেছেন সুন্দরবনের মা-বোনেরা : বীণা কাঞ্জিলাল : ৯৭
একান্ত পারিবারিক : তনিমা দত্ত : ১০৩
তাঁর ঘর বিদ্যা নদীর তীরে : সৌমেন দত্ত : ১০৯

তথ্যপঞ্জি : ১১১
প্রকাশিত বই : ১১৭
পুরস্কার ও সম্মান : ১১৯

তুষার বাবু

গোপালকৃষ্ণ গান্ধী

শুভ্রকেশ মন্ডিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব যাঁর বহিরঙ্গ, অথচ হৃদয়াবেগে তারুণ্যের অম্লান দীপ্তি যা নিরন্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মগ্ন- তিনি তুষার কাঞ্জিলাল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসেবার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত এ এক নিঃস্বার্থ মহাজীবনের আলেখ্য। এই উৎসর্গ কোনও ক্ষণিকের ভাবপ্রবণতাজনিত লোকহিতৈষণার ফলশ্রুতি নয় বরং যে সমাজে অন্যায় আচরণ আর বৈষম্য, গতানুগতিক জীবনচর্যার এক স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত, সেখানে এই আত্মোৎসর্গ, সর্বোচ্চ মানদন্ডের নিরিখে সুপ্রতিষ্ঠিত। তুষারবাবু একমেবদ্বিতীয়ম, অর্থাৎ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। যদি তিনি রাজনৈতিক সংগঠনভুক্ত হতেন, তাহলে দলতন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ কোনও ভাবলেশহীন তল্পিবাহক কর্মী হতেন না। অথবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় জড়িত থাকলেও এর ব্যতিক্রম হত না। পার্টি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মিডিয়া বা পত্রপত্রিকা সর্বোপরি ভাবাদর্শ, এর কোনটারই তিনি ক্রীতদাস নন। ব্যতিক্রম শুধু একটি ক্ষেত্রে। যেখানে তিনি দায়বদ্ধতার নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, সেটি তাঁর প্রাণভোমরা - 'সুন্দরবন', যার তিনি একনিষ্ঠ পূজারী। একমাত্র এখানেই তিনি ভালবাসার অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্দী। সুন্দরবন এলাকার মানুষজনের জন্য উৎসর্গীকৃত তাঁর সমগ্র স্বত্ত্বা, মন ও প্রাণ। অশীতিপর বয়স্ক গ্রামের অধিবাসীদের মনে সাধারণত নানারকম ভেদ-বুদ্ধি বাসা বাঁধে। কিন্তু এই পরিণত বয়সে গ্রামীণ পরিবেশে থেকেও তিনি এসবের ঊর্দ্ধে। সমস্ত বাধাকে হেলায় তুচ্ছ করে তিনি ধৈর্যশীল সংগ্রামে রত। ঈর্ষা, বিরক্তি বা অসাফল্যের জন্য খেদ- এর কোনটাই তাঁর নেই। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখনই যখন দেখেন, মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অপরজনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণা, তাই নিরাশার বালুচরে আশার আলোকবর্তিকা যা সদা দেদীপ্যমান হয়ে বিরাজ করবে।

(ভাবানুবাদ ঃ প্রসেনজিৎ কোলে)

Tushar Kanjilal : Most remarkable figure in contemporary India

Amitav Ghosh

The Sundarban has long been one of the poorest areas in the Indian subcontinent. Such agricultural land as there is, has been only recently reclaimed from salinity and is not always productive. Most people eke out a bare living by fishing for crabs and shrimp. Every few years their dwellings are swept away by cyclones and floods. There are few roads and hardly any publicly funded services: pirates, smugglers and poachers thrive while the hand of officialdom is almost nowhere to be seen except as an instrument of extortion.

Over the last several decades the Indian government has been engaged in a gigantic conservation project in the area, designed mainly to preserve the forest's tigers. This project, which is generously supported by the World Wildlife Fund, has had considerable success in achieving its main aims. But for the people of the area it has proved a mixed blessing. They are now forcibly excluded from many parts of the forest and worse still, the functionaries of the Forest Department have acquired enormous power over their lives. Yet, despite their poverty, the people of this area are fortunate in being relatively free of the grinding tyranny of custom, tradition and habit. Women

১৯৮৪ সালে ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং-এর হাত থেকে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

পথেই যিনি পথ চেনাবেন

অনিতা অগ্নিহোত্রী

শ্রী তুষার কাঞ্জিলাল কে আমি যে খুব বেশিদিন ধরে চিনি তা নয়। ২০০১ সালে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ধরতে গেলে প্রায় দেড় দশকের চেনা। তবে এমন একটি মানুষকে কি সময়ের মাপে চেনার পরিসরে বাঁধা যায়? কলকাতাতেই থাকি তখন। সামাজিক সংযোগ ও চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিষ্ঠান রূপকলা কেন্দ্রের প্রথম নির্দেশক হয়ে এসেছি। নানা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অন্যমনস্ক পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধরিয়ে দিয়েছেন কেবল একখানি ন্যাড়া জমি-সল্টলেক এর সেক্টর ফাইভে। রূপায়ণের ভিতরে একটি অস্থায়ী অফিসে বসে স্থায়ী অফিস ও প্রতিষ্ঠান ভবনের নির্মাণ দেখি। ইতালী থেকে আসা চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি এসে পড়ে আছে অনেকদিন হল। উদাসীন কর্তৃপক্ষ নবনিযুক্ত কর্মী ও শিক্ষকদের না দিচ্ছিলেন কোন উৎসাহ না কোনও তত্ত্বাবধান। তবু তরুণ শিক্ষকদল যন্ত্রপাতি নিয়ে সুন্দরবনের ভাঙন বিপন্ন অঞ্চলের উপর একটি তথ্যচিত্র বানিয়ে এনেছে। তার সম্পাদনার কাজ আরম্ভ হবে। বাড়ি তৈরির কাজের তত্ত্বাবধানের ফাঁকে নতুন শিক্ষাবর্ষের কারিকুলাম তৈরির কাজ করি। আর ছবিটির 'রাশ' দেখি। গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া অঞ্চলে টেগোর সোসাইটির সক্রিয় সহযোগিতায় ছবিটি তৈরি হয়েছে। ভাঙন-বিপন্ন অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে তাঁরাই চলচ্চিত্র দলের সংযোগ করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তত্ত্বের একটা দিকও নির্মাণের মধ্যে আছে। যেহেতু সমাজ সংযোগ তথ্যচিত্র, মানুষের জীবন ও জীবিকার ভিতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। ছবির মধ্যে তুলে ধরা প্রশ্নগুলি - আবার ছবি নিয়ে ফিরে যেতে হবে তাদের কাছেই, তারাই দর্শক হয়ে বলবে ছবিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব যথার্থভাবে ধরা পড়েছে কিনা। পর্দায় 'মাস্টারমশাই'কে বার বার দেখেছিলাম। তুষার কাঞ্জিলালকে রাঙাবেলিয়া ও সুন্দরবনের মানুষ এই নামে ডাকে, আমাদের চলচ্চিত্র দলও তাই ডাকছিল। দেখাদেখি আমিও তুষার কাঞ্জিলালকে মাস্টারমশাই বলে ডাকতে লাগলাম। তখনও মানুষটিকে সামনাসামনি দেখিনি। কিন্তু সুন্দরবনের ভাঙন অঞ্চলে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজে যে কারিগরি দক্ষতা ও অনুভবের দরকার তার সামগ্রিক ধারণা যে এই মানুষটির কাছেই আছে তা তাঁর কথায়, চলনে বলনে, দেহভঙ্গিতে ফুটে উঠছিল।

এরপর ফোনে আলাপ এবং খুব শীঘ্রই আমন্ত্রণ। রাঙাবেলিয়াতে স্বয়ং সহায়ক দলগুলির সম্মেলনের বার্ষিক উদ্‌যাপন। মহাশ্বেতা দেবী এবং অন্যান্য বিশিষ্টরা আগেই অতিথি হয়ে গেছেন কাজেই আমিও কেন না যাই-মাস্টারমশাই বলেছিলেন, দেখবেন আপনার ভালো লাগবে। দুঃসহ গরম, নদীতীরের কাদায় আছাড় খেতে খেতে বাঁচা, মেয়েদের হাতের মৃদু ঠোনা ও পিঠে পুলি এবং সর্বোপরি ঘুরে ঘুরে দেখা টেগোর সোসাইটির নানা ক্ষেত্র ও কাজ। কেবল ভালোলাগা নয়, আমি আপ্লুত। চলমান জল, মৃত্তিকা ও শিকড়চ্যুত মানুষদের স্পন্দন কাছ থেকে শোনা। বিপুল বিস্ময়কর জলপ্রবাহ, অরণ্য ও মানুষের দোলাচলে জীবনযাপন অন্তরঙ্গ ভাবে দেখে, গভীর বিস্ময় নিয়ে ফিরেছিলাম শ্রী তুষার কাঞ্জিলাল সম্বন্ধে। সুন্দরবনে শিক্ষকতা করতে গিয়ে মানুষের দারিদ্র আর অপুষ্টির ব্যাপ্তি দেখে যিনি আর ফিরে যাননি নগরে – সপরিবারে জড়িয়ে

তুষার কাঞ্জিলাল ও ইতিহাসের নক্‌শিকাঁথা

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সুন্দরবনের গোসাবা - রাঙাবেলিয়া দ্বীপে তুষার কাঞ্জিলাল যে বহুমুখী সমাজকর্ম করেছেন, তার মধ্যে আমি ইতিহাসের কিছু পরিচিত ব্যাকরণের দেখা পাই। ব্যাকরণ না বলে ইংরেজিতে প্যাটার্ন বা স্ট্রাকচারও বলা যেত। যেমন গাড়িতে বা বাড়িতে, মন্দিরে বা গির্জায়, তেমনই ইতিহাসের বড় চালচিত্রেও এক একটা নক্‌শা বা ছক বা স্বাক্ষর ঘুরে ঘুরে আসে। সেইসব নক্‌শা বা প্যাটার্ন বা ছককে খুঁজে পেলে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রচেষ্টার তাৎপর্য বোঝা সুবিধা হয়।

তুষারবাবুর মধ্যে আমি যে প্রথম গঠনশৈলীটিকে বেশি করে দেখি, সেটা হল ইউটোপিয়ার প্যাটার্ন। এটা খুব ধ্রুপদী নক্‌শা, ইতিহাসে বারবার এটা ফিরে এসেছে। রাঙাবেলিয়ার কাজকর্মে এই চিরায়ত স্বাক্ষরটিকে আবিষ্কার করতে আমার ভাল লাগে।

ইউটোপিয়া মানে কল্পরাজ্য। প্রাচীন গ্রিসে প্লেটো কল্পরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, পরবর্তী পৃথিবীতে যার খুব বড় প্রভাব পড়ে। ইউটোপিয়া বা কল্পরাজ্য হল এমন একটা আদর্শ রাষ্ট্র বা ভূমি বা স্থান, যেখানে আমি যাকে শুভ ভাবছি তার জয় হবে এবং যাকে আমি অশুভ ভাবছি, তার পরাজয়, বিলুপ্তি বা নির্বাসন ঘটবে। আধুনিক পৃথিবীতে প্লেটোর কল্পরাজ্যের প্রভাব দেখি কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র কল্পনায়, লেনিনের সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণে, গান্ধির রামরাজ্যে, মাওয়ের লাল চীনে এবং এই রকম আরও বহুবিধ প্রচেষ্টা বা প্রকল্পে। তুষারবাবুর মধ্যে খানিকটা মার্কস-লেনিন-মাও এবং খানিকটা গান্ধির স্ট্রাকচার পাই।

ইউটোপিয়া বা কল্পভূমি পত্তনের জন্য একটি আদর্শ জায়গা হল দ্বীপ। চতুর্দিকে জলরাশি, বাইরের অবাঞ্ছিত প্রভাব বা সংস্পর্শ আসার জো নেই-দ্বীপভূমিতে স্রষ্টার সৃজন অব্যাহত হতে পারে। তা বলে কি দ্বীপে কোনও আদি বাসিন্দা নেই? থাকতে পারে, কিন্তু সেই আদিবাসীরা একটু যেন অর্ধ-মানবক, অপরিণত, হয়তো বা পশুপ্রতিম। আদর্শ বা সভ্যতা বা পূর্ণতার কল্পনা সেই আদি অর্ধ-মানবকের দ্বারা প্রতিহত হয় না;

একান্ত পারিবারিক

তনিমা দত্ত

'ওরে বাবা রে' বলে চিৎকার করে আমি আর ভাই খাট থেকে একলাফে একেবারে ঘরের বাইরে। মা খাটে শুয়ে ওপর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। ঘরের চালা থেকে দোদুল দুলছে প্রকান্ড এক সাপ। হট্টগোল শুনে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসেছে। কে একজন সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে সাপটাকে ঘরের বাইরে উঠোনে ফেলে দিল। হেসে বলল 'দাঁড়াশ সাপ। বিষ নেই, দেখতেই বড়'। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসলেন।

মা বরাবরই এরকম। এতগুলো বছর সুন্দরবনে কাটিয়েও যখনই সাপ দেখতেন স্থির, চলৎশক্তিহীন হয়ে যেতেন। তখন বেরোতও বটে সাপ। এই মশারির দড়িতে জড়িয়ে আছে তো, এই হাওয়াই চপ্পলের স্ট্যাপে। আর প্রত্যেকবারই মা স্ট্যাচু। সাপ চলে যাওয়ার পরের মুহূর্তেই একেবারে স্বাভাবিক। মাথা খাটিয়ে মা খড়ের ঘরের ফল্‌স্‌ সিলিং বানিয়ে দিলেন বিছনার পুরনো চাদর সেলাই করে। আমরা ভাইবোনেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফল্‌স্‌ সিলিংয়ের ওপর সাপ ও ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি টের পেতাম।

রাঙাবেলিয়া যাওয়ার প্রথম দিকে বাবা প্রায়ই স্কুলের কাজে কলকাতায় থাকতেন। আসলে তাঁর মনে তখনই দানা বাঁধছিল রাঙাবেলিয়ার উন্নতি, সুন্দরবনের উন্নয়ন। মা, আমি আর আমার চার বছরের ভাই তন্ময় বেশিরভাগ সময়ই বাবাকে ছাড়া কাটাতাম। কলকাতার চাকরি ছেড়ে ঐ দূর্গম গ্রামে নিয়ে আসার জন্য বাবার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না মার।

সেবার প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়ে আমাদের কুঁড়ে ঘরের চালাটা একবার উঠছে, একবার নামছে। বাইরে কান ফাটানো বাজের আওয়াজ, ঘরের মধ্যে অঝোরে বৃষ্টি। মা আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আঁচল দিয়ে ঢেকে খাটের তলায়। বাবা সেদিনও কলকাতায়। তখন তো টেলিফোন সুন্দরবনে স্বপ্নেরও অতীত। বাবা রেডিওতে শুনেছিলেন বিরাট ঝড় আছড়ে পড়তে চলেছে সুন্দরবনে। গ্রামে ফেরার কোনও উপায় ছিল না। ঝড়ে লঞ্চ বন্ধ। পরে শুনেছি, বাবা সেদিন আবহাওয়া দপ্তরে এতবার ফোন করেছিলেন যে তারা শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'নিম্মচাপ তো আমার আপনার মতো মানুষ নয়, যে গলি ঘুঁজি দিয়ে যাবে। এক বিশাল জায়গা

তুষার কাঞ্জিলাল : তথ্যপঞ্জি

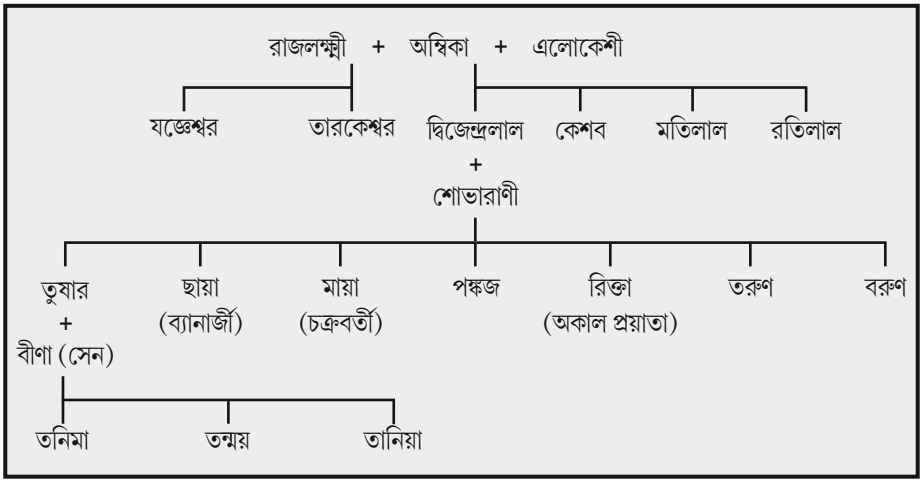

১৯৩৫, ১লা মার্চ :

বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার রশিদপুর গ্রামে জন্ম। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ও মাতা শোভারাণী কাঞ্জিলাল।

নোয়াখালির সোনাইমুরি গ্রামে ছিল দেশের বাড়ি। মিথিলার কাঞ্জিবিল্ব গ্রাম থেকে পূর্ব-পুরুষেরা জমিদারের দেওয়ান হয়ে ঐ গ্রামে আসেন। সে সময় ঐ বাড়িকে তাই বলা হত দেওয়ানজির বাড়ি। ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত পদবি ছিল দেওয়ানজি। পরবর্তীকালে পদবি পরিবর্তন করে কাঞ্জিলাল করা হয়।

১৯৩৫-১৯৪৬ :

নোয়াখালি জেলার রশিদপুর, সোনাইমুরি এবং নোয়াখালি শহরে শৈশবের ১২ বছর কাটান। সোনাইমুরি হাইস্কুল-এ অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা।

১৯৪৬ :

ভয়াবহ দাঙ্গার সময় বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসা বাবার কর্মস্থল হুগলীর জাঙ্গিপাড়ায়। এখানে অল্প কয়েকদিন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষক হিসাবে পান।

১৯৪৭-১৯৪৯ :

সিঙ্গুর-এ কাকা মতিলাল কাঞ্জিলালের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা।

১৯৪৯ :

সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ।